আজকের কাগজ

তারিখ 26 NOV 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

63

শিবির ও বিএনপি—ছাত্রদল

আমরা দু'জন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

গত ১৩ নভেম্বর ছাত্রদলের অন্যতম নেতা মাহবুবুর রহমান ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঘাতকদের হাতে অমানুষিকভাবে প্রহৃত ও আহত হওয়ার পর বিএনপি (মানে সরকার) ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে আমরা সমস্ত ঘটনা জানাই ও এর প্রতিকার দাবি করি। কিন্তু না সরকার, না ছাত্রদল নেতারা, কেউই কিছু করা তো দূরে থাক, সামান্য সহানুভূতিও দেখায়নি। কয়েকমাস আগে শিবির যখন ছাত্রদল নেতা হিলালীকে চোখ তুলে নিয়ে হত্যার চেষ্টা করে তখনো একই ব্যাপার ঘটে। বরং উল্টো মন্ত্রী নোমান সাহেব শিবিরের সঙ্গে সমঝোতা করতে ছাত্রদলকে বাধ্য করেন। কিছুদিন আগে পলিটেকনিকে শিবিরের আক্রমণ ও সন্ত্রাসের পর শিবির নেতা মানছুর আহমদকে গ্রেফতার করেও উপর মহলের নির্দেশে ছেড়ে দেয়া হয়।

চার-পাঁচদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মন্তব্য করেছেন যে, দেখে শুনে মনে হয়, খালেদা ও নোমান চঃ বিঃ-এর ছাত্রদলকে দু'টি কর্তব্যই পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। একটি হচ্ছে, ছাত্রদল শিবিরের হাতে মারখাবে, প্রাণও দেবে, আরেকটি হচ্ছে, মার খাওয়ার পর শিবিরের নেতাদেরই পায়ে ধরে মাফ চাইবে। কারণ, বিএনপি যখন জামাতের খাতায় নাম লিখিয়েছে তখন জামাতের লাঠিসোঁটা চিকন যাই হোক তার ঘা ছাত্রদলকে সইতেই হবে। আর জামাত যেখানে বিএনপিকে শয়তান মনে করে সেখানে তারা শয়তানকে দরকার মতো শিক্ষা তো দিবেই। তিনি আরো বলেন যে, খালেদা এক কাজ করলেই পারে, ছাত্রদলকে বিলুপ্ত করে দিয়ে শিবিরকেই তার ছাত্রসংগঠন বলে ঘোষণা দিক।

শুধু চঃ বিঃ কেই যে আমাদের দলের সরকার শিবিরকে সমর্থন ও মদদ দিচ্ছে তাই নয়, কক্সবাজারের বেলায়ও দেশের অন্যান্য জায়গাতেও একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। কক্সবাজারে তো জামাতপন্থী জেলা প্রশাসককে দিয়ে কম্প্রোমাইজ করানো হয়েছে। সে জন্যেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে পদত্যাগ করবো। আমরা মনে করি, বিএনপি সরকার শিবিরকে যেভাবে সন্ত্রাস চালানোর ও জি এল দিয়েছে, তাতে সারাদেশেই ছাত্রদলের বহু কর্মী দল ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

সবশেষে আমরা আমাদের প্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ও নোমান সাহেবের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনারা জামাতের কাছে নিজেদেরকে ও বিএনপিকে সত্যই কি বিক্রি করেছেন? করে থাকলে কোন কোন শর্তে? কতো মূল্যে?

আরমান আলী,
মামুন আহমেদ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।